বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি ২

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি

- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন ২
- আন্তর্জাতিক সেমিনার ৩
- জাতীয় সেমিনার ৫
- শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ৭

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

- বাংলা ভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ ৮
- অভ্যন্তরীণ (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ ৮

ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন ৯

আইন/নীতিমালা অনুমোদন

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ সংশোধন ৯
- পদক নীতিমালা অনুমোদন ১০

ভ্যালিডেশন কর্মশালা ১০

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে ইনস্টিটিউটের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ১১

জনবল নিয়োগ ১৩

প্রকাশনা ১৩

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী ১৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বিশ্বের বিপন্ন ও প্রায়-বিলুপ্ত ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এই স্বীকৃতির ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষাভাষী মানুষ এ অর্জনের ফলে উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সচেষ্ট। উল্লেখ্য, এ স্বীকৃতি অর্জনে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন *Mother Language Lovers of the World* (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠী) প্রাথমিক পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী পর্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার সময়োচিত ও ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এ সাফল্য বাস্তব রূপ লাভ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ৭ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন, 'পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণা করার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।' তিনিই ১৫ মার্চ ২০০১ ঢাকার সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এসময় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি এ আনান উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। সেই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ১২ জানুয়ারি ২০১৬ প্রতিষ্ঠানটি ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন

এ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে চার-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ-বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ইউনেস্কো থিম ছিল 'ল্যাঙ্গুয়েজেস উইদাউট বর্ডারস' (Languages without Borders)। একুশে ফেব্রুয়ারি উক্ত অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি

ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার। বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশে ইউনেস্কো প্রতিনিধি ও ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান মিজ বিয়াট্রিস কালডুন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষাভাষী শিশুরা তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় হাতে লেখা কৃতজ্ঞতা-স্মারক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষা শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অতিথিবৃন্দ

আন্তর্জাতিক সেমিনার

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল: *Multilingual Education and Sustainable Development*। সেমিনারটি দুটি অধিবেশনে বিন্যস্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশে ইউনেস্কো-র প্রতিনিধি ও ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান মিজ বিয়াট্রিস কালডুন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী আ ফ ম দানীউল হক।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি., মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন প্রমুখ

সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার *What and How Multilangual Educatgion: the South Indian Context* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাশরুর ইমতিয়াজ উপস্থাপন করেন *Mother Tongue Based Multilingual Education (MTB-MLE) for Sustainable Development: Planning and Ensuring Linguistics Rights within MTB-MLE in Bangladesh* শীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় প্রবন্ধের উপস্থাপক ছিলেন ভারতের কলকাতার সোসাইটি ফর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজি রিচার্স (এস.এন.এল.টি.আর)-এর গবেষক রাজীব চক্রবর্তী। তাঁর প্রবন্ধ-শিরোনাম: *Exploring Avenues of Bangla Language Technology*।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আমিনুল ইসলাম খান প্রমুখ

সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আমিনুল ইসলাম খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। এ অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। ভারতের বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও লোকরত্ন ফোকলোর ফাউন্ডেশনের চিফ এডিটর ড. মহেন্দ্র কুমার মিশ্র উপস্থাপন করেন *Practice and Outcome of Multilingual Education and Sustainable Development in India* শীর্ষক প্রবন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নায়রা খান *A Computational Approach to Language Documentation in Bangladesh* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এ সেমিনারে দেশ ও বিদেশের ভাষাবিদ, ভাষাবিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সেমিনার

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতায় ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল: *বহুভাষিক শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন*। সেমিনারটি দুটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। অধিবেশনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এম.পি. এবং সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন।

জাতীয় সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এম.পি., প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন প্রমুখ

এ অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের গবেষণা কর্মকর্তা শুভ্র জ্যোতি চাকমা উপস্থাপন করেন *চাকমা ভাষায় বহুভাষিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতা* শীর্ষক প্রবন্ধ। সিরাজগঞ্জের শিক্ষক যোগেন্দ্র নাথ সরকার *সাদরি ভাষায় বহুভাষিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতা* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এম.পি. এবং সভাপতিত্ব করেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার। অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ। এ অধিবেশনে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। খাগড়াছড়ির খাগড়াপুর জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা উপস্থাপন করেন *ককবরক ভাষায় বহুভাষিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতা* শীর্ষক প্রবন্ধ। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা) ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধ-শিরোনাম: *মাতৃভাষা অর্জন স্কেল নির্মাণ ও তার মাধ্যমে ভাষা দক্ষতা পরিমাপন* এবং *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তারে অনুবাদের গুরুত্ব : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা*।

জাতীয় সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
কে এম খালিদ এম.পি., তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার প্রমুখ

এ সেমিনারে দেশ ও বিদেশের ভাষাবিদ, ভাষাবিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উনুষ্ঠানমালার চতুর্থ দিন ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। ইউনেস্কো-র এএসপি-নেটভুক্ত স্কুলসহ অন্যান্য স্কুল, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসসমূহের একশত পঁচাত্তর জন শিশু এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের একাংশ

এ আয়োজনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের পুরস্কার প্রদান করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক (ডিজাইন) এ কে এম জাহিদুল মুস্তাফা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাংলা ভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ

'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৩-১৭ অক্টোবর ২০১৯ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ব্যাচে ত্রিশ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষাবিশেষজ্ঞ, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইটি বিশেষজ্ঞ ও ইনস্টিটিউটের অনুষদ সদস্যসহ প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল: বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণ, বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণমালা শিক্ষা, শব্দ ও শব্দগঠন, বাংলা বানান, প্রমিত বাংলা উচ্চারণ (তাত্ত্বিক), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-৪) : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, বাক্য ও বাক্যগঠন, বিরামচিহ্নের ব্যবহার, প্রমিত বাংলা উচ্চারণ (অনুশীলনসহ) এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

অভ্যন্তরীণ (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা', 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি বিধি-বিধান' বিষয়ক তিনটি ব্যাচে মোট ১১৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন

মুজিববর্ষ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমাই প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান নূরনবী ম্যুরালটির নকশা প্রণয়ন করেন। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত ম্যুরাল উন্মোচন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু-দুহিতা শেখ রেহানা, বঙ্গবন্ধু-দৌহিত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-কন্যা ড. সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি., মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি., জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন এবং ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উন্মোচন করে তা অবলোকন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু-দুহিতা শেখ রেহানা, বঙ্গবন্ধু-দৌহিত্রী ড. সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

আইন/নীতিমালা অনুমোদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ সংশোধন

ইউনেস্কো-র সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড সংশোধনকল্পে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সংশোধিত আইনের গেজেট প্রকাশিত হয়।

পদক নীতিমালা অনুমোদন

মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক প্রদানের লক্ষ্যে ২৪ জুন ২০১৯ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক নীতিমালা, ২০১৯'-এর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। এ নীতিমালার আওতায় প্রতি দুই বছরে জাতীয় ক্ষেত্রে দুটি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি পদক দেওয়া হবে। পদকের মূল্যমান ধরা হয়েছে জাতীয় ক্ষেত্রে চার লাখ টাকা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার ডলার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, বিকাশ, চর্চা, প্রচার ও প্রসারের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের নেতৃত্বে একটি বাছাই কমিটি থাকবে। মনোনয়ন কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন শিক্ষামন্ত্রী। একুশে ফেব্রুয়ারি-কে সামনে রেখে এই পদক দেওয়া হবে।

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চতুর্থ তলার ভাষা গবেষণাগারে ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশনা সংক্রান্ত ভ্যালিডেশন কর্মশালা। এ উপলক্ষে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী প্রধান অতিথি হিসেবে দু-দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা) ও যুগ্মসচিব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা, সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ : দু-দিনব্যাপী ভ্যালিডেশন কর্মশালার উদ্বোধন করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

১০ ফেব্রুয়ারি ৩টি (চাকমা, গারো, সাদরি) এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ২টি (মারমা, ককবরক) ভাষার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চাকমা, গারো ও সাদরি ভাষার মূল অনুবাদক/মূল আলোচক ছিলেন সুগত চাকমা, আলবার্ট মানখিন ও যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ। মারমা ও ককবরক ভাষার মূল অনুবাদক/মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মং নু চিং এবং মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। কর্মশালায় ৫টি ভাষার আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শুভ্র জ্যোতি চাকমা, মৃত্তিকা চাকমা (চাকমা), বাঁধন আরেং, বাসর দাংগ (গারো), বঙ্গপাল সরদার, অজিৎ কুমার সরদার (সাদরি), মং ক্য শোয়ে নু নেভী, নু থোয়াই মারমা (মারমা) এবং জগদীশ রোয়াজা ও ফাল্গুনী ত্রিপুরা (ককবরক) প্রমুখ।

বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণকারী হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় মূল অনুবাদকের উপস্থাপিত পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন বিষয় আলোচনান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়। মূল অনুবাদক, আলোচক ও সংশ্লিষ্ট ভাষার অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শক্রমে পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয় সংশোধনী সম্পন্ন করা হয়। পরে প্রত্যেক ভাষার সংশোধিত পাণ্ডুলিপির অডিও রেকর্ড করা হয়। কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভ্যালিডেশন কর্মশালায় গারো ভাষার মূল অনুবাদক, আলোচক ও অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে ইনস্টিটিউটের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিবস উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ১৭ মার্চ সকাল ৯টায় আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত ম্যুরাল-এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। পরে তৃতীয় তলার সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ মার্চ ২০২০ : আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত ম্যুরালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন
ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

সভায় বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য দেন মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) ও যুগ্মসচিব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন, উপপরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার, উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা ও গবেষণা পরিকল্পনা) ড. কাজী মোঃ জাকির হোসেন এবং কম্পিউটার অপারেটর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি করেন উপপরিচালক (প্রকাশনা ও গবেষণা পরিকল্পনা) ড. মোঃ ইলতেমাস এবং সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

জাতির পিতার শততম জন্মদিবসে বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়ায় অংশ নিচ্ছেন
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতার জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি এবং অধিকার আদায়ে আপসহীন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণীয়। আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যত বেশি জানতে পারব ততই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতি গঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হবো। আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সেগুনবাগিচার বায়তুর রহমান জামে মসজিদের খতিব ও ইমাম মুফতী যুবায়ের।

জনবল নিয়োগ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃজিত পদসমূহ থেকে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে চতুর্থ শ্রেণির ১৪টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ ০১ মার্চ ২০২০ স্ব স্ব পদে যোগদান করেন। মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে এবং ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে ০৩ মার্চ ২০২০ সদ্য যোগদানকৃত কর্মচারীদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় নবনিযুক্ত কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সংক্রান্ত ধারণা দেন পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) ও যুগ্মসচিব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা।

প্রকাশনা

জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা:

প্রকাশনার নাম	ধরন	প্রকাশকাল
'ঢাকা অঞ্চলের উপভাষা : রূপবৈচিত্র্য অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালার প্রতিবেদন	প্রতিবেদন	২১ জুলাই ২০১৯
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯	বার্ষিক প্রতিবেদন	২৯ আগস্ট ২০১৯
মাতৃভাষা বার্তা (৬ষ্ঠ বর্ষ : ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা), জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯	ত্রৈমাসিক বাংলা বার্তা	১৬ জানুয়ারি ২০২০
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ভাষণ (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) ব্রেইল লিখন-বিধিতে প্রকাশনা	ব্রেইল প্রকাশনা	১০ জানুয়ারি ২০২০
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ভাষণ (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) ইশারা ভাষায় অডিও-ভিজুয়াল উপস্থাপনা	অডিও-ভিজুয়াল প্রকাশনা (ডিভিডি)	১০ জানুয়ারি ২০২০
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় লিপ্যন্তর	আইপিএ প্রকাশনা	২০ জানুয়ারি ২০২০
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরণিকা ২০২০	স্মরণিকা	ফেব্রুয়ারি ২০২০
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা (৫টি)	তথ্যচিত্র	জুন ২০২০

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ বিভাজন	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
১	২	৩	৪	৬
৩৬৩১	আবর্তক অনুদান			
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা			
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার) অফিসারদের বেতন	৬০০০০০০.০০	৪৯৮০৭৫৬.০০	১০১৯২৪৪.০০
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী) কর্মচারীদের বেতন	২০০০০০০.০০	১৬৬০৯২০.০০	৩৩৯০৮০.০০
৩৬৩১১০১	মোট বেতন বাবদ সহায়তা (১):	৮০০০০০০.০০	৬৬৪১৬৭৬.০০	১৩৫৮৩২৪.০০
৩৬৩১১০২	**ভাতাদি বাবদ সহায়তা**			০.০০
৩১১১৩০২	**যাতায়াত ভাতা**	**৫০০০০.০০**	**৩৬০০০.০০**	১৪০০০.০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা (ভাতাদি)	১০০০০০.০০	৯৩০০০.০০	৭০০০.০০
৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা (ভাতাদি)	৩৭০০০০০.০০	৩৪৭৫৮১৮.০০	২২৪১৮২.০০
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা (ভাতাদি)	৩৫০০০০.০০	২৯৪৮২২.০০	৫৫১৭৮.০০
৩১১১৩১২	মোবাইল/ সেলফোন ভাতা (ভাতাদি)	৭৫০০০.০০	৫৪৮২২.০০	২০১৭৮.০০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১০০০০০.০০	৬৯৪১৬.০০	৩০৫৮৪.০০
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা (ভাতাদি)	৫০০০০.০০	২৪০০০.০০	২৬০০০.০০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা (ভাতাদি)	১১০০০০০.০০	১০৯৮৬৮৬.০০	১৩১৪.০০
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা (ভাতাদি)	৩০০০০০.০০	২৮৭২৫৪.০০	১২৭৪৬.০০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা (ভাতাদি)	২২৫০০০.০০	২১১৫৪০.০০	১৩৪৬০.০০
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা (ভাতাদি)	৫০০০০.০০	১৮১৯৩.০০	৩১৮০৭.০০
৩১১১৩৩৪	পদক ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা (ভাতাদি)	২০০০০০.০০	১১৮৯৫০.০০	৮১০৫০.০০
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (ভাতাদি)	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০.০০
	উপমোট ভাতাদি বাবদ সহায়তা (২):	**৬৪০০০০০.০০**	**৫৭৮২৫০১.০০**	**৬১৭৪৯৯.০০**

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ বিভাজন	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
৩৬৩১১০৩	**পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা**			০.০০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	১৫০০০০.০০	১৩০৪০৫.০০	১৯৫৯৫.০০
৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	৬০০০০০০.০০	৪২৭৭৫৪৬.০০	১৭২২৪৫৪.০০
৩২১১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	১০০০০০০.০০	৩২৩০২৫.০০	৬৭৬৯৭৫.০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৩০০০০০০.০০	১৬০৮১৬১.০০	১৩৯১৮৩৯.০০
৩২১১১১৫	পানি	২০০০০০.০০	১২৮২০২.০০	৭১৭৯৮.০০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ টেলেক্স	৩০০০০০.০০	২৪৯১৮০.০০	৫০৮২০.০০
৩২১১১২০	টেলিফোন	৫০০০০.০০	৪২৯৯৬.০০	৭০০৪.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩৫০০০০.০০	৩১৩১৭৪.০০	৩৬৮২৬.০০
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৬০০০০০.০০	৩৪৮৬৩৪.০০	২৫১৩৬৬.০০
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	১৫০০০০০.০০	৭৯৮৫০০.০০	৭০১৫০০.০০
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	৫০০০০.০০	৫৫৪৫.০০	৪৪৪৫৫.০০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৩০০০০০০.০০	৭৭৭৮৯২.০০	২২২২১০৮.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিক্যান্ট	৩০০০০০.০০	২০৮৫০৯.০০	৯১৪৯১.০০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৫০০০০০.০০	৩৯৯১৩১.০০	১০০৮৬৯.০০
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ	৬০০০০০০.০০	২১৩২১৫১.০০	৩৮৬৭৮৪৯.০০
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৬০০০০০.০০	৩৯৫৫৮০.০০	২০৪৪২০.০০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৩০০০০০.০০	২৩৮৭৭০.০০	৬১২৩০.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনোহারি	৮০০০০০.০০	৬৬১৩৭২.০০	১৩৮৬২৮.০০
৩২৫৫১০৬	পোশাক	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০.০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	২০০০০০.০০	১১১৪০০.০০	৮৮৬০০.০০
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (বিশেষ ব্যয়)	৬৪০০০০০.০০	৫৯৯৩৪৭৫.০০	৪০৬৫২৫.০০
৩২৫৮১০১	মটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৩৫০০০০.০০	৩১৭১৫৪.০০	৩২৮৪৬.০০
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ)	০.০০	০.০০	০.০০

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ বিভাজন	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১৫০০০০.০০	৮৬০০০.০০	৬৪০০০.০০
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১০০০০০.০০	৩৮৮০০.০০	৬১২০০.০০
৩২৫৮১০৫	অন্যন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপন (মেরামত ও সংরক্ষণ)	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রকণাবেক্ষণ ব্যয়	১২০০০০০.০০	১২০০০০০.০০	০.০০
	উপমোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (৩):	**৩৩২০০০০০.০০**	**২০৭৮৫৬০২.০০**	**১২৪১৪৩৯৮.০০**
৩৬	গবেষণা অনুদান			০.০০
৩২৫৭১০৬	গবেষণা	৫০০০০০.০০	০.০০	৫০০০০০.০০
	উপমোট (৪):	**৫০০০০০.০০**	**০.০০**	**৫০০০০০.০০**
৩৮	অন্যান্য অনুদান ব্যয়			০.০০
৩৮২১১০২	ভুমি উন্নয়ন কর	৮০০০.০০	৬১৮০.০০	১৮২০.০০
৩৮২১১০৩	পৌর কর	১৮৯২০০০.০০	১৮৯০৩৬০.০০	১৬৪০.০০
	উপমোট (৫):	১৯০০০০০.০০	১৮৯৬৫৪০.০০	৩৪৬০.০০
৪১	**যন্ত্রপাতি অনুদান**			০.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	০.০০	০.০০	০.০০
	উপমোট (৬):	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
৪১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান			০.০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৬০০০০০.০০	৪৭৯৫০০.০০	১২০৫০০.০০
	উপমোট (৭):	**৬০০০০০.০০**	**৪৭৯৫০০.০০**	**১২০৫০০.০০**
৪১	অন্যান্য মুলধন অনুদান:			০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১০০০০০.০০	৬০০০০.০০	৪০০০০.০০
৪১৩১১০১	**জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং আর্কাইভ ও চলচ্চিত্র**	**৩০০০০০.০০**	**০.০০**	৩০০০০০.০০
	উপমোট (৮):	৪০০০০০.০০	৬০০০০.০০	৩৪০০০০.০০
	সর্বমোট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮):	**৫১০০০০০০.০০**	**৩৫৬৪৫৮১৯.০০**	**১৫৩৫৪১৮১.০০**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০